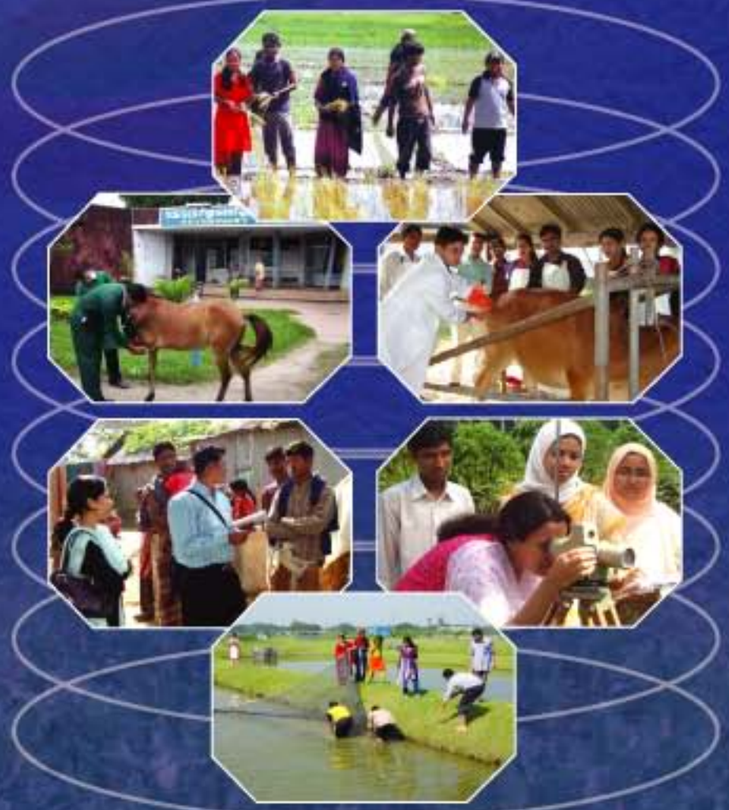

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস) কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

৮ম বর্ষ
২৮ ও ২৯তম সংখ্যা

ত্রৈ মা সি ক

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

KRISHI PROJUKTI BARTA

ময়মনসিংহ ■ জুন ২০১৬ ■ আষাঢ় ১৪২৩

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২

ত্রৈ মা সি ক

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

KRISHI PROJUKTI BARTA

ময়মনসিংহ ■ জুন ২০১৬ ■ আষাঢ় ১৪২৩

■ যো গা যো গ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ফোন : ৮৮০-৯১-৬৭৪১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-৯১-৬১৫১০
পিএবিএক্স : ০৯১-৬৭৪০১-৬
এক্স. ২০৩৬, ২০৩৭, ২০৩৯
ই-মেইল : baures84@gmail.com

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

কৃষি প্রযুক্তি বার্তায় লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে লেখকদের জন্য নির্দেশনা

"বাউরেস" বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মানিত শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের গবেষণা কাজ পরিচালনায় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি কৃষক ও খামারিদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে ত্রৈ-মাসিক কৃষি প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে। উক্ত প্রযুক্তি বার্তায় লেখা প্রেরণের ক্ষেত্রে লেখককে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক প্রবন্ধে অল্প-বিস্তর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে।

১. Title বা শিরোনাম
২. Abstract বা সারসংক্ষেপ
৩. Introduction বা ভূমিকা
৪. Description of Technology and Techniques of Uses বা উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা ও ব্যবহার কৌশল
৫. Benefits বা উপকারিতা
৬. Risk বা সাবধানতা (যদি থাকে)
৭. Summery বা উপসংহার
৮. Acknowledgments বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার
১০. Reference বা তথ্যসূত্র

০১। **Tittle বা শিরোনাম ঃ** শিরোনামের প্রথম শর্তই হল এটি তথ্যবহুল হতে হবে। শিরোনাম দেখেই যাতে প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু বোঝা যায়। শিরোনামটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত (SMART) এবং বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমেই দিতে হবে। তবে আদ্যক্ষরসমষ্টি ব্যবহার করা যাবে না।

০২। **সারসংক্ষেপ (Abstract) :** Abstract বা সারসংক্ষেপ লেখার সময় স্মরণ রাখতে হবে, পাঠক কিন্তু প্রথমেই এটা পড়বে। Abstract বা সারসংক্ষেপে পুরো কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে, এবং তা হতে হবে মাত্র কয়েক বাক্যে। সারসংক্ষেপ ১৫০-২৫০ শব্দের অধিক নয় এবং এক প্রচ্ছদের মধ্যেই লিখতে হবে। Abstract লেখার সময় আর্টিকেলটির উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন কৌশল, প্রাপ্ত ফলাফল, বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, Abstract বা সারসংক্ষেপটি শুধুমাত্র ইংরেজি মাধ্যমে লিখতে হবে।

০৩। **Introduction বা ভূমিকা ঃ** লেখাটি কি ধরণের তথ্য বহন করছে তা ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হবে ।

০৪। **Description of Technology and Techniques of Uses বা উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বর্ণনা ও ব্যবহার কৌশল ঃ** উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের বর্ণনা ও ব্যবহার কৌশল বাংলাভাষায় কৃষক ও খামারী বা উদ্যোক্তা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার উপযোগী করে লিখতে হবে। ছবি ব্যবহার করলে অবশ্যই ছবির নিচে ক্যাপশন লিখতে হবে।

০৫। **Benefits বা উপকারিতা ঃ** প্রযুক্তিটি ব্যবহার করলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি কি উপকারে আসতে পারে। কৃষক, খামারীসহ ব্যবহারকারীরা কি কি উপকার পাবে তা উল্লেখ করতে হবে।

০৬। **Risk বা সাবধানতা (যদি থাকে) ঃ** আর্টিকেলটির তথ্য ব্যবহার করে কৃষক, খামারিসহ ব্যবহারকারীর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা বা ঝুঁকি থাকলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

০৭। **Summery বা উপসংহার ঃ** উপসংহারে প্রবন্ধ বা প্রতিবেদনের বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটবে। প্রবন্ধ উপস্থাপনার অংশ হবে আকর্ষণীয় যাতে লেখকের বক্তব্য সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনের উপসংহারে সুপারিশ সংযোজন করতে হবে যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে।

০৮। **Acknowledgments বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ** গবেষণা করার সময় বিভিন্ন জন বা প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য সহযোগিতা নিলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে সেই সাথে কোন প্রতিষ্ঠানকেও কৃতজ্ঞতা জানানো যাবে।

০৯। **References বা তথ্যসূত্র ঃ** গবেষণায় বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে ব্যবহার করলে সেই সূত্রগুলো যাতে নির্ভরযোগ্য হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তথ্যসূত্রগুলো অবশ্যই বৈজ্ঞানিক আর্টিকেল এর ন্যায় উল্লেখ করতে হবে।

১০। **লেখকের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ঃ** প্রতিটি প্রবন্ধে তিনজনের বেশী নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট আর্টিকেলে এর যোগাযোগকারী লেখকের অবশ্যই ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

১১। **লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ** প্রতিটি প্রবন্ধের এক কপি হার্ড এমএস ওয়ার্ডে ও সফটকপি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সফটকপি পেনড্রাইভ, সিডি বা ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানো যাবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ

বরাবর
চিফ এডিটর
কৃষি প্রযুক্তি বার্তা সম্পাদনা পরিষদ
বাউরেস, বাকৃবি, ময়মনসিংহ-২২০২।
ই-মেইল-baures84@gmail.com

৮ম বর্ষ
২৮ ও ২৯ তম সংখ্যা

ত্রৈ মা সি ক

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

ময়মনসিংহ ■ জুন ২০১৬ ■ আষাঢ় ১৪২৩

মুদ্রণ
মোহনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
ছোট বাজার, ময়মনসিংহ

গ্রাফিক্স
অহনা মিডিয়া গ্রাফিক্স
ময়মনসিংহ

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)

সম্পাদনা পরিষদ

চিফ এডিটর
প্রফেসর ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলম
পরিচালক, বাউরেস

এক্সিকিউটিভ এডিটর
প্রফেসর ড. মোঃ আতিকুর রহমান খোকন
সহযোগী পরিচালক, বাউরেস

ম্যানেজিং এডিটর
পরেশ কুমার শর্মা
সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাউরেস

সদস্যবৃন্দ
প্রফেসর ড. কাজী শাহানারা আহমেদ
কীটতত্ত্ব বিভাগ
প্রফেসর ড. খান মোঃ সাইফুল ইসলাম
পশু পুষ্টি বিভাগ
প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল আওয়াল
কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ
প্রফেসর ড. সুকুমার সাহা
মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড হাইজিন বিভাগ
প্রফেসর ড. মোঃ সাইদুর রহমান
কৃষি অর্থনীতি বিভাগ
প্রফেসর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
একোয়াকালচার বিভাগ

বৈশাখ-চৈত্র ১২ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়...

KRISHI PROJUKTI BARTA

ফাল্গুন

- এ সময় বৃষ্টিনির্ভর উফশী আউশ হিসেবে নিজামী (বিআর-২০), নিয়ামত (বিআর-২১) এবং রহমত (বিআর-২৪) জাতের চাষ করা যায়।
- ঝড় ও বৃষ্টিতে পেঁয়াজের ক্ষতি হতে পারে। প্রয়োজনে পেঁয়াজ আগেই তুলতে হবে।
- পানি অপচয় রোধ ও সহজে চলাচলের জন্য সঠিকভাবে সেচ নালা তৈরি ও যথাসময়ে মেরামত করতে হবে।
- পানির অপচয় কমাতে মাদা ফসল, যেমন- করলা ও লাউ চাষ করতে হবে।
- খড়-কুটা, পাতা, আগাছা ও কচুরিপানা দ্বারা মাটির ওপরের স্তরে মালচিং দিলে মাটির রস মজুদ থাকে। তাছাড়া মাটির ওপরের স্তর ভেঙে মালচিং করলে জমির রস সংরক্ষণ করা যায়।
- দলীয়ভাবে অগভীর/গভীর নলকূপ ও পাওয়ার পাম্প চালু করার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে খেসারি, মুগ, ফেলন ডাল আবাদ করা যাবে।
- বরেন্দ্র অঞ্চলে রোপা আমনের ক্ষেতে কুল বাগান স্থাপন করা যেতে পারে। কুল বাগানে সাথী ফসল হিসেবে মসলা চাষ করা যেতে পারে।
- পুকুর, জলাশয়, খাল ও ডোবায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন মুগডাল চাষ করতে হবে।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সম্পূরক সেচের জন্য ক্ষেতের/মাঠের এক কোনে মিনিপুকুর খনন করতে হবে।
- বোরো ধানে উপরি সার প্রয়োগ করা যাবে।
- উফশী আউশের আগাম বীজতলা তৈরি করতে হবে।
- গম, সরিষা, ছোলা, তিসি, ভুট্টা ফসলে সেচ দিতে হবে।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে গম কেটে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে।
- এ সময় ডাঁটা, লালশাক, পুঁইশাক, ঢেঁড়স, পটল, করলা, বেগুন, শসা, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, চিচিঙ্গা ও বরবটি বীজ লাগানো যেতে পারে।

চৈত্র

- বন্যাপ্রবণ নিচু এলাকায় যথাসম্ভব অল্প দিনে পাকে এমন বা আগাম জাতের আউশ ফসলের চাষ করতে হবে যাতে বন্যার আগেই ফসল তোলা যায়।
- আউশ ধানের জমি সমান করে তৈরি ও আইল মেরামত করা উচিত যাতে বৃষ্টি বা সেচের পানির সদ্ব্যবহার হয়।
- চৈত্র মাস নিচু এলাকায় আউশ ও বোনা আমন চাষের উপযুক্ত সময়।
- বন্যামুক্ত এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ভুট্টার এবং মুগডালের চাষ করা যেতে পারে।
- খড়-কুটা, পাতা, আগাছা, কচুরিপানা দ্বারা মাটির ওপরের স্তরে মালচিং করলে মাটির রস মজুদ থাকে এবং মাটির ওপরের স্তর ভেঙে মালচিং করলে জমির রস সংরক্ষণ করা যায়।
- পুকুর, জলাশয়, খাল ও ডোবায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা প্রয়োজন।
- বৃষ্টি কম হলে গাছের গোড়ায় পানি দিন, মালচিং করুন।
- জলি আমনের বীজ এ সময়ে বপন করা প্রয়োজন।
- পাটবীজ বপন করুন।
- মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে হলুদ রোপণ করুন। কুলের বাগানেও হলুদ চাষ করা যায়।

৮ম বর্ষ
২৮ ও ২৯তম সংখ্যা

ত্রৈ মা সি ক

কৃষি প্রযুক্তি বার্তা

KRISHI PROJUKTI BARTA

ময়মনসিংহ ■ জুন ২০১৬ ■ আষাঢ় ১৪২৩

বিষয় সূচী

- সুগার বিট বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় সুগার ক্রপ..... ০৯
- বাংলাদেশে ব্রুসেলার নতুন প্রজাতি সনাক্তকরণ ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন..... ১২
- ফলে রাসায়নিকের যথেচ্ছ ব্যবহার ও মানবস্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব....১৬
- জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের কৃষি...১৯
- গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প : দারিদ্র বিমোচনে একটি লাভজনক.... ২১
- কার্তিক-চৈত্র ৬ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়....৩০
- কৃষি প্রযুক্তি বার্তার লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে লেখক নির্দেশনা...৩৯

ভাইস চ্যান্সেলর
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ

শুভেচ্ছা বক্তব্য...

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৯.১% এবং কৃষিখাতের মাধ্যমে ৪৮.১% মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। কৃষিই আমাদের অর্থনীতি এবং জীবন-জীবিকার চালিকা শক্তি। এ দেশের কৃষক সমাজ তাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে অবিরাম সংগ্রামের মাধ্যমে ১৬ কোটি মানুষের ক্ষুধার অন্ন সংস্থানের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য চাহিদা পূরণের প্রত্যয়ে দেশকে একটা শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উপহার দেয়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ধারণা সামনে রেখে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষিশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক চাষাবাদ ব্যবস্থা 'সবুজ বিপ্লবে'র ডাক দেন এবং ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাবারা একটু লেখাপড়া শেখো, যতই জিন্দাবাদ আর মুর্দাবাদ করো, ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখলে কোনো লাভ নেই'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষি গ্রাজুয়েটরা বিজ্ঞানের সঠিক চর্চার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন করেছে প্রায় তিন কোটি ৩৪ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে কৃষি সেক্টর তথা কৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও কৃষি প্রকৌশল সেক্টরে উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা তিন গুণ হওয়া সত্ত্বেও দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে রপ্তানি করছে বিদেশে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চমধ্যবিত্ত দেশের দোরপ্রান্তে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি কাটিয়ে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। বিশ্বায়নের এ যুগে শুধুমাত্র ধার করে অন্যের প্রযুক্তি ব্যবহার না করে, পরিবেশ ও বাস্তবতার আলোকে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ টেকসই উন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজন কৃষি গবেষণা যার সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কৃষিখাতকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে এবং বাজেটে কৃষি গবেষণায় বর্ধিত হারে বরাদ্দ রেখেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তির দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে একদিকে স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হবে, অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

এ লক্ষ্য পূরণে বাউরেস ১৯৮৪ সাল থেকে শিক্ষক ও গবেষকদের দেশি ও বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য শস্য, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে উদ্ভাবিত লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি প্রসারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে।

এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাউরেস ত্রৈমাসিক কৃষি প্রযুক্তি বার্তা ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রযুক্তি বার্তাটির ৮ম বর্ষ ২৮তম ও ২৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বাউরেস এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প কর্তৃক উদ্ভাবিত লাভজনক এবং টেকসই কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর নিমিত্তে এ প্রযুক্তি বার্তা বাংলায় প্রকাশের ফলে কৃষক ও খামারীসহ দেশের সর্বশ্রেণী-পেশার মানুষ কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করে উপকৃত হবেন বলে আমি দৃঢ় আশা পোষণ করছি।

আমি বাউরেস এর "ত্রৈমাসিক কৃষি প্রযুক্তি বার্তা" এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং এই প্রযুক্তি বার্তা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর)
ভাইস চ্যান্সেলর
বাকৃবি, ময়মনসিংহ।

সম্পাদকীয়...

বাংলাদেশ একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় কৃষি ভিত্তিক উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের সামগ্রিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে এদেশের আবাদযোগ্য কৃষি জমির ক্রমহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে বর্ধিত জনগোষ্ঠির খাদ্যের যোগান দিতে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নাই। এ লক্ষ্যেই প্রাচীন কৃষি শিক্ষার বিদ্যাপিঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নিমিত্তে ১৯৮৪ সনে সিন্ডিকেটের ১৬১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয় "বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস)" নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাউরেস এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকদের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি কাটিয়ে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শুধুমাত্র ধার করা অন্যের প্রযুক্তি ব্যবহার না করে, পরিবেশ ও বাস্তবতার আলোকে নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ বিদ্যাপিঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের গবেষণা প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও গবেষণালব্ধ উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি, কৃষক ও খামারিদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে ত্রৈ-মাসিক কৃষি প্রযুক্তি বার্তার মাধ্যমে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্য চাহিদা। একই সঙ্গে জমি স্বল্পতার মধ্যেও বাড়ছে খাদ্য উৎপাদন এটা সম্ভব হয়েছে কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৭-৮৮ সালে ৬৮ লাখ ৯১ হাজার একর জমিতে ২৯ লাখ ৯৩ হাজার মেট্রিক টন আউশ ধান উৎপাদন করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১ কোটি ৩৬ লাখ ৬৫ হাজার ২১৭ একর জমিতে আমন ধানের উৎপাদন হয়েছে ১ কোটি ৩১ লাখ ৯০ হাজার ১৬৩ মেট্রিক টন। মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে প্রায় ৭ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে আমাদের হিমশিম খেতে হতো। চাহিদা মেটাতে আমদানি করা হতো। অথচ এখন আমাদের দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি। জনসংখ্যা অনুপাতে আবাদি জমির পরিমাণ না বেড়ে কমেছে ২০ থেকে ৩০ শতাংশে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমন, আউশ ও বোরো ধানের বাম্পার ফলনে বছরে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টনের বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। অপরদিকে বাণিজ্যিকভাবে মাছের চাষ ও সমুদ্র থেকে আহরণ বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ দেশগুলোর সামনের কাতারে চলে এসেছে। বর্তমানে দেশে মোট ৩৬ লাখ টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে চাষ করা মাছ ২০ লাখ টন এবং প্রাকৃতিকভাবে ১৬ লাখ টন উৎপাদিত হচ্ছে। গত দশ বছরে এর উৎপাদন ৫৫ শতাংশ বেড়েছে আর রপ্তানি বেড়েছে ১৫০ গুণ। সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মাছ ধরার আইনগত অধিকার পাওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। FAO পূর্বাভাস দিয়ে বলেছে, আগামী ২০২২ সাল নাগাদ বিশ্বে যে চারটি দেশের মধ্যে মাছ চাষে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে শীর্ষে আসবে বাংলাদেশ তারপরই থাকবে থাইল্যান্ড, ভারত ও চিনের নাম।

কৃষি প্রযুক্তি বার্তায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রকল্প কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই এবং টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ও প্রাসংগিক কর্মকান্ডেরই চিত্র তুলে ধরা হয়। এ প্রযুক্তি বার্তা পুস্তিকাটি প্রকাশ ও প্রচারের ফলে কৃষক ও খামারীসহ দেশের সর্বশ্রেণী-পেশার মানুষ কৃষি প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এদেশের গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে এ আমার বিশ্বাস।

বাউরেস এর পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক কৃষি প্রযুক্তি বার্তা" ৮ম বর্ষ ২৮তম ও ২৯তম সংখ্যা প্রকাশের জন্য বাউরেস এর সহযোগী পরিচালকসহ অন্যান্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

কৃষি প্রযুক্তি বার্তার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলম)
চিফ এডিটর, কৃষি প্রযুক্তি বার্তা
ও
পরিচালক, বাউরেস।